Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya

Department Of Sanskrit

Date: 02/04/2020

Study Material

For

Part-III (Hons.) in Sanskrit

Classical Sanskrit Literature, Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note/02/04/2020

Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note/2.4.2020

Prepared By

Jhantu Das

Dept. Of Sanskrit, CBM

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.....

প্রশ্নঃ– পুরাণ শব্দের অর্থ কি এবং ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে পুরাণের প্রভাব আলোচনা কর।

উত্তরঃ– ভারতীয় সাহিত্যে পুরাণগুলি এক অমূল্যসম্পদ। পূর্বে ভারতীয় পণ্ডিতগণ পুরাণগুলিকে রূপকথার বেশী মূল্য দিতেন না। কিন্তু বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পর্জিটার সাহেব ভারতীয় ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে পুরাণগুলির অপরিহার্যতার কথা ঘোষণা করেন। সনাতন ভারতবর্ষের সার্বিক ইতিবৃত্ত যে সাহিত্যে বিধৃত রয়েছে তা পুরাণ সাহিত্য। বলা হয়, লোকো পিতামহ ব্রহ্মার শ্রীমুখনিঃসৃত বেদান্তবাণীর বাঙ্গময় বিগ্রহই হল পুরাণ।

পুরাণ শব্দের অর্থ – পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। এক বিশেষ ধরণের সাহিত্যই অবশ্য পুরাণ সংজ্ঞা লাভ করে। প্রাচীনযুগে নানা কাহিনী এই সাহিত্য সম্ভারের বিষয়বস্তু বলেই এগুলি পুরাণ নামে অভিহিত হত। বৈদিকসাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যান, পুরাণ ও ইতিহাস প্রায় সমার্থক। অথর্ববেদে পুরাণ শব্দ কোনো এক গ্রন্থবিষেশকে বোঝায়। কিন্তু পুরাণ ও ইতিহাস এক হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। নিরুক্তকার যাস্ক পুরাণের শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন - " পুরাণং কস্মাৎ ? পুরাণবং ভবতি। নিতানভূতম ইতি হ ত্রবমাসীৎ ইতি যত্র উচ্যতে স ইতিহাসঃ।"। অথর্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণে পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হয়েছে - "ইতিহাস পুরাণং পমং বেদানাং বেদম "। উপনিষদেও পুরাণকে বেদের মর্যাদাই দেওয়া হয়েছে। বস্তুত পুরাতন হয়েও যা নিত্যনবীন তাই পুরাণ। ভারতবর্ষে পুরাণ অর্থে ইতিহাস শব্দও গৃহীত। মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে : "পুরাণেষু ইতিহাস হ্যয়ং পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ"।

পুরাণের ভেদ ও সংখ্যা – পুরাণ সাধারণত মহাপুরাণ ও উপপুরাণ এই দুইভাগে বিভক্ত। সার্বিক অর্থে উভয়বিধ পুরাণ নিয়েই পুরাণ সাহিত্য। তবে পুরাণ বলতে মুখ্যত অষ্টাদশ মহাপুরাণকেই বোঝায়। এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ বিধায়ক একটি শ্লোক রয়েছে।

"মদ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রয়ং বচতুষ্টয়।
অনাপলিঙ্গ কুস্কানি পুরাণানি পৃথক পৃথক।।"

মদ্বয়ং / ম = মৎস্য ও মার্কেণ্ডেয় পুরাণ। ভদ্বয়ং ভ = ভাগবৎ ও ভবিষ্য পুরাণ। ব্রত্রয়ং / ব্র = ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মবৈবর্ত। বচতুষ্টয়ম ব = বায়ু, বামন, বরাহ ও বিষ্ণুপুরাণ। অ = অগ্নিপুরাণ। না = নারদীয় পুরাণ। প = পদ্মপুরাণ। লিং = লিঙ্গপুরাণ। গ = গরুড় পুরাণ। ক্ব = কূর্মপুরাণ। স্ক = স্কন্দপুরাণ। পুরাণসাহিত্যের প্রত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সকল পুরাণ আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও সংকীর্ণ ভেদে চার প্রকার হয়ে থাকে।

পুরাণের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য – পুরাণের পঞ্চলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।
বংশানুচরিতবৈ পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।"

Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note/2.4.2020

পুরাণের সর্বসম্মত বৈশিষ্ট্য হল – সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নতুন সৃষ্টি), বংশ (ঋষিবংশ), মন্বন্তর (যুগান্তর), বংশানুচরিত (ঐতিহাসিক রাজন্যবর্গের ইতিহাস)।

পুরাণের এই পঞ্চ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি মৎস্য পুরাণে আরও বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল দানধর্মবিধির সাধ্যকল্প, বর্ণাশ্রম বিধি ইষ্টাপূর্ত দেবতা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিও পুরাণের অন্যতম লক্ষণরূপে চিহ্নিত।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে পুরাণের প্রভাব – পুরাণ সাহিত্য বিবিধ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ভারতীয় জনজীবনে পুরাণসমূহের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এই সাহিত্য এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং লোকশিক্ষার মুখ্য বাহন ছিল। পুরাণের সংখ্যার এবং সারা ভারতে এই সাহিত্যের অসংখ্য হাতেলেখা পুঁথি এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। ভারতীয় হিন্দুধর্ম মূলতঃ পুরাণভিত্তিক অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্ম। সারা ভারতবর্ষে হিন্দুদের পূজা - অর্চনা, ব্রতনিয়ম সকল কিছুই মূলতঃ পুরাণ নিয়ন্ত্রিত। পুরাণই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়সমূহের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ। এখনও বিভিন্ন ধর্মস্থানে নিয়মিত পুরাণ পাঠ করা হয়ে থাকে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবী - মাহাত্ম্য নিয়ে চণ্ডী ' নামক অংশটি এবং ভাগবতপুরাণ বহুলভাবে পঠিত হয়। ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পূজা দুর্গাপূজা' ও পুরাণভিত্তিক। বস্তুতপক্ষে আমাদের সকল পূজাপার্বণই পুরাণভিত্তিক। ধর্মই ভারতীয় জীবনের ধারকবাহক ও ভিত্তিভূমি। সেই ধর্মের উপর পুরাণের অখণ্ড অপ্রতিহত প্রভাব ভারতীয় জনজীবনে পুরাণের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পুরাণ - পাঠ, শ্রবণ, নকল ও দান এখনও পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়।

এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, দেবতাবাদ, প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিচয়, চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের ইতি কর্তব্যতা এবং পারলৌকিক কর্ম ও তার ফল সার্বিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর্যদের উপর বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রভাবকে প্রতিহত করাও ছিল পুরাণ সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। পুরাণ সাহিত্যে বিবিধ বিদ্যা যেমন অনুলেপন বিদ্যা অক্ষগ্রামহৃদয় বিদ্যা, উল্লাপবিধানবিদ্যা প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় সময়ে গৃহীত হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারেও পুরাণসাহিত্য উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুপ্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যা আয়ুর্বেদের পরিণত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় পৌরাণিক যুগে।

জনশিক্ষার প্রসারেও পুরাণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরাণ আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি – এসব চতুর্বিধরচনার মাধ্যমে পরবর্তী ভারতীয় যুগলকে প্রভাবিক করেছে। বৈদিক শিক্ষাকে লোকায়ত্ত রূপ দেওয়াও ছিল পুরাণের অন্যতম কাজ ।

সাহিত্যে পুরাণের প্রভাব - ভারতীয় সাহিত্যেও পুরাণসমূহের প্রভাব অপরিসীম। পুরাণসাহিত্যের নানা আখ্যান - উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে বহু কবি তাদের কাব্য - নাটক রচনা করেছেন। উত্তর কালের সাহিত্যের মধ্যে প্রায় কোনটাই পুরাণের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই পরবর্তী সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের অন্যতম উপাদানরূপে পুরাণসাহিত্য কবি সাহিত্যিকদের কাছে পরিচিত হতে থাকে। মহাকবি কালিদাস পদ্মপুরাণে বর্ণিত শকুন্তলার কাহিনীকে অভিজ্ঞান শকুন্তলায় রূপদান করেছেন। তার বিক্রমোর্বশীয় নাটকের কাহিনীও বিষ্ণু, মৎস, ভাগবৎ প্রভৃতি পুরাণে দৃষ্ট হয়। রঘুবংশ মহাকাব্য রূপায়ণেও

Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note/2.4.2020

কবি নিঃসন্দেহে বিষ্ণুপুরাণ এবং কুমারসম্ভব মহাকাব্যের শিব পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। মহাকবি রত্নাকর বায়ুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর হরবিজয় মহাকাব্য রচনা করেন। কবি মঙ্খের শ্রীকল্পচরিত, জয়দ্রথের হরচরিত চিন্তামণি, ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার, নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের শিবলীলার্ণব পৌরাণিক কাব্যের আধারে রচিত। কবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দে নানাভাবে পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে। তাছাড়া জয়দেবের গীতগোবিন্দে লীলাশুকের কৃষকর্ণামৃতে কেশব ভট্টের নৃসিংহ চম্পুতে এবং পরবর্তী অন্যান্য আরও রচনায় পুরাণসাহিত্য উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও পুরাণের প্রভাব কোনো অংশে কম নয়। ভাগবত পুরাণের আধারে বাংলা সাহিত্যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবৎ, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কবিশেখরের, গোপালবিজয়কথা রচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য যেমন - চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ পৌরাণিক সাহিত্যের আধারে রচিত হয়েছে। কবি হেমচন্দ্র সেনের বৃত্রসংহার, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্য, নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্য, বঙ্গিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব কৃষচরিত্র প্রভৃতি পুরাণের আলোকে রচিত। এছাড়াও পরবর্তীকালে পুরাণের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে কেবলমাত্র ভারতীয় নয় বিভিন্ন বিদেশীয় ভাষায় নানা কাব্য রচিত হয়েছে বর্তমানেও হয়ে চলচ্ছে।

উপসংহার – দেখা যাচ্ছে ভারতীয় জনজীবনের সর্বত্রই পুরাণের ছোঁয়া। ভারতবাসীর প্রতি কর্মে, প্রতি পদক্ষেপে পুরাণের উপস্থিতি লক্ষণীয়। সংস্কৃত সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যেও পুরাণের গতি অপ্রতিহত। যাইহোক, ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে পুরাণ সাহিত্যের অতুলনীয় প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। পুরাণ সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্যই হল ভারতীয় সংস্কৃতির সার অর্থাত্ মূলকে ধরে রাখা। এই কারণেই পুরাণ পঞ্চম বেদের মর্যাদাপ্রাপ্ত।

Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note/2.4.2020